‘সাভার ট্রাজেডি’ ও
অস্ট্রেলিয়ান টিভিতে বাংলাদেশ

দিলরুবা শাহানা

অস্ট্রেলিয়ান টিভির পর্দায় দু'জন বাংলাদেশীর চেহারা অনেকবার দেখা গেছে। দু'জনের একজন বিখ্যাত আর একজন কুখ্যাত। একজন নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মোহম্মদ ইউনুস অন্যজন হাজার মানুষ হত্যায় জড়িত সাভারের রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা।

গত ৯ই জুন অস্ট্রেলিয়ান টিভির চ্যানেল নাইনের ‘সিক্সটি মিনিট’ নামে পরিচিত বিখ্যাত প্রোগ্রামে সাভার ট্রাজেডির উপর সরেজমিন তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। দেখানো হয় পোশাক তৈরির কারখানা, সেলাই কর্মী বোন ভাইদের । যারা আমাদের অর্থনীতি চাঙ্গা রাখছেন, যাদের পেশী নিংড়ে দেওয়া শ্রমের জন্য মজুরী জোটে সামান্যই। শ্রম দারুণ সস্তা শ্রমিকের প্রাণও তেমনি সস্তা। তবে বেশ কিছুদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে কারখানা চালু। হাজার শ্রমিক যখন কর্মরত এমন অবস্থায় ঘটছে দুর্ঘটনা। মৃত্যু ঘটেছে শ’ শ’ কর্মির, এবার রানা প্লাজায় মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে । সেই প্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়া এবং একই সাথে আমেরিকার ভোক্তা ক্রেতারা সোচ্চার এবার, তারা বিবেক যন্ত্রণায় ভুগছেন। মুনাফাখোর মালিক বা মধ্যস্বত্বভোগীরা কি ভাবছেন? কর্মের অনুপযুক্ত ভাঙ্গো ভাঙ্গো কারখানায় জোর করে কাজ করতে বাধ্য করে হাজার শ্রমিককে হত্যা করার জন্য মালিক ও মধ্যস্বত্বভোগীদের বিবেক-যন্ত্রণা ও পাপবোধ হচ্ছে কি?

তবে অস্ট্রেলীয় ভোক্তা-ক্রেতারা বার বার বলছেন (এদেশের পত্রিকার পাতায় পাঠকের অসংখ্য চিঠিই প্রমাণ) ‘আমরা সস্তায় কিনতে চাই বলেই শ্রমিকের সস্তা শ্রম খোঁজা হয়’। ক্রেতাদের ধারনা তারা বাংলাদেশের তৈরি জিনিস বয়কট করলেই বা বেশী দাম দিয়ে কিনলেই শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও শান্তি জুটবে। আসলেই কি ঘটবে? নাকি তখন চিত্র হবে আরও করুণ। চাকরি থাকবেনা; বেকার শ্রমিকরা অনাহারে মরবে। বর্তমানে এইসব উন্নত দেশে অনেক লোক চাকরী হারা। সস্তা শ্রমের খোঁজ পেয়ে মুনাফাখোররা দেশী-কর্মীদের উপেক্ষা করে চলে গেছে অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। এই সব কর্মহীন মানুষদের দুর্দশার জন্য বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের সস্তা শ্রমতো দায়ী নয়। দায়ী কতিপয় মানুষের মুনাফার অপার তৃষ্ণা। এখন এইসব সচ্ছল দেশে তরুণদের সচেতন অংশ (সবাই নয়) ইন্দোনেশিয়ায় তৈরি নাইকির জুতা কেনে না। কেন? কারণ মিডিয়ার প্রচারণার কারণে সবাই কমবেশি জানে ইন্দোনেশীয় ১১/১২ বছরের বাচ্চাদের দিয়ে সামান্য মজুরীর বিনিময়ে অমানবিক পরিবেশে

এইসব ব্র্যান্ড নেমের বিলাসী দ্রব্য তৈরি করিয়ে আনা হয়। ঐসব বাচ্চাদের করুণ অবস্থার কথা মনে করে বাচ্চাদের দিয়ে তৈরি জুতা কেনা থেকে বিরত থাকছে তরুণদের একাংশ।

এই 'সিক্সটি মিনিট'এ বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় বাংলাদেশী এক শ্রমিক-নেত্রী একমত হলেন যে অস্ট্রেলীয় ক্রেতারা অন্যদেশ থেকে তৈরি পোশাক সস্তায় কেনা বাদ দিলে অবস্থার উন্নতি হবে।

কেন হবে? কিভাবে হবে? নেত্রী বলেন নি। বা হয়তো বলেছেন টিভিতে দেখানো হয়নি। ধরে নেই নেত্রী হয়তো ভাবছেন কারখানার মালিকরা ক্রেতাদের চটাবেনা। ক্রেতারা বয়কট করলে জিনিস তখন বিক্রি করবে কার কাছে? ব্যবসার বারোটা বাজবে। ক্রেতাদের মন তুষ্টি করতেই তখন হয়তো শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ নিরাপদ করবে, বেতন-ভাতা বাড়াবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে করে মুনাফা অর্জন নিশ্চিত হবে।

সস্তায় কেনা বন্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অতি উদ্ভট প্রস্তাবনা। অতি সরলীকৃত ধারনা।

বাংলাদেশের শ্রম সস্তায় কেনা যায় বলেই ঐখানে তৈরি পোশাকসামগ্রী অস্ট্রেলিয়ার KMART, JAY JAY ও আমেরিকার WALLMART এ সস্তায় পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশে তৈরি সামগ্রী মাত্রই সস্তা সামগ্রী এটি সত্যি নয়।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক উন্নতমানের বলেই আমেরিকার GAP, অস্ট্রেলিয়ার G STAR মতো দোকানে পাওয়া যায়। এসব দোকানে সস্তায় কোন কিছুই মিলে না। সামান্য একটি জিন্সের প্যান্ট যাতে লিখা আছে মেড ইন বাংলাদেশ G STAR নামের দোকানে তার দাম ২০০ ডলার। কেলভিন ক্লাইন, হিউগো বস, জেসি পেনির সামগ্রীতো আরও মহার্ঘ। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পী শ্রমিকরা এইসব নামীদামী দোকানের জন্যও তৈরি করেন মনোলোভা সব সামগ্রী। বাংলাদেশে শ্রম সস্তা হতে পারে তবে ঐসব শ্রমিকদের তৈরি সামগ্রী সবজায়গায় সস্তা নয়।

'সিক্সটি মিনিট'এ দেখানো হল বাংলাদেশের এক কারখানা। যে কারখানায় অস্ট্রেলিয়ার KMART ও JAY JAYGi জন্য পোশাক তৈরি হয়। এটা সত্য ওই দোকানগুলোতে সস্তায় কাপড় কেনা যায়।

বাংলাদেশে কিছু কিছু কারখানায় আগুন লেগেছে। বিপুল সংখ্যক মানুষও মৃত্যুবরণ করেছে। তাই বলে পোশাক-শিল্পের কারখানা কি বন্ধ করে দিতে হতে হবে? 'টাইটানিক' ডুবে গিয়েছিল তাই বলে কি জাহাজ বানানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?